بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৮ই অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় লন্ডনের মসজিদ ফযলের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে মসজিদ নির্মাণের ইতিহাস এবং আহমদী হিসেবে আমাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, যুক্তরাজ্য জামা'ত মসজিদ ফযলের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে যাতে অ-আহমদী ও প্রতিবেশী অতিথিদের নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মসজিদ ফযলের একটি ঐতিহাসিক মর্যাদা রয়েছে। কেননা এটি প্রথম মসজিদ যা খ্রিষ্টানদের দুর্গে নির্মাণ করা হয়েছিল আর এরপর এখান থেকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা লোকদের মাঝে আরও ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু হয়। অ—আহমদীরা বলে, আহমদীয়া জামা'ত খ্রিষ্টানদের রোপিত চারা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, জামা'তে আহমদীয়া তাদের দেশে অবস্থান করেও তাদের দুর্বলতাগুলো প্রদর্শন করার মাধ্যমে তাদের মাঝে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা প্রচার করে যাচ্ছে। এখন ইংল্যান্ড এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে মুসলমানদের অনেক মসজিদ রয়েছে, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে লন্ডনের সর্বপ্রথম মসজিদ হলো, মসজিদ ফযল। বলাবাহুল্য অন্যান্য মসজিদ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার ফাণ্ডে নির্মিত হয়ে থাকে, কিন্তু আহমদীয়া জামা'তের মসজিদ কোনো দেশ কিংবা সংস্থার ফাণ্ডে নির্মিত হয় না, বরং জামা'তের সদ্যদের আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে তা নির্মিত হয়।

মসজিদ ফযল নির্মাণের পূর্বে **১৮৮৯ সনে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ এবং লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ জি, ডব্লিউ লাইটনার সাহেব অবসর গ্রহণের পর ইংল্যান্ডে ফিরে এসে 'ওকিংয়ে' একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন**। মজার বিষয় হলো, এই বছরেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আহমদীয়া জামা'তের গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু ১৮৯৯ সনে এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর এ মসজিদটি বন্ধ হয়ে যায়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র যুগে খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব ইংল্যান্ডে এসেছিলেন। তখন তিনি এই বন্ধ মসজিদটি পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তার সাথে হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবও সেখানে গিয়েছিলেন। তারা উভয়ে সেখানে নফল নামায আদায় করেন এবং অনেক দোয়া করেন। এর কিছু সময় পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুবাল্লিগের তাহরীক করেন এবং কোনো ধরনের ফান্ড না থাকা সত্ত্বেও চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেব (রা.)-কে সেখানে প্রেরণ করা হয়। তিনি প্রথমদিকে সেখানে খাজা সাহেবের সাথে কাজ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে খাজা কামাল উদ্দীন সাহেব বয়আত গ্রহণ না করায় চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেব (রা.) তাকে পরিত্যাগ করে অন্য এক স্থানে চলে যান।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পশ্চিমা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের বিষয়ে অনেক কিছু বলেছেন যা বর্তমানে আমাদের তবলিগী কর্মকাণ্ডের ভিত্তিস্বরূপ। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, **পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার অর্থ হলো, এসব পশ্চিমা দেশের অধিবাসীরা যারা প্রাচীনকাল থেকে অন্ধকারের অমানিশা, কুফর ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত তাদেরকে সত্যের সূর্য দ্বারা আলোকিত করা হবে। আমি স্বপ্নে**

দেখেছি, আমি লন্ডন শহরে একটি মিম্বরে দাঁড়িয়ে আছি এবং ইংরেজিতে অকাট্য দলিলপ্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামের সত্যতার স্বপক্ষে বক্তৃতা করছি। এরপর আমি অনেকগুলো পাখি ধরি যেগুলো ছোট ছোট গাছে বসে ছিল আর তাদের রং ছিল শুভ্র এবং চড়ুই পাখির মতো। আমি এর ব্যাখ্যা করেছি, আমি স্বশরীরে না যেতে পারলেও আমার রচনাবলী তাদের মাঝে প্রচার হবে এবং অনেক পুণ্যবান ইংরেজ সত্য গ্রহণ করবে।

হযরত চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেব (রা.) আনুষ্ঠানিকভাবে ইংল্যান্ডের প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে এখানে প্রথম ফল দান করেন মিস্টার কোরিও সাহেবকে যিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। তারপর প্রায় এক ডজনের অধিক ইংরেজ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। হযরত চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেব (রা.) বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার মাধ্যমে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা ও আহমদীয়াতের বার্তা প্রচার করেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেবকে কাদিয়ানে ফিরিয়ে আনেন এবং কাজী আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.)-কে মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করেন। কাজী সাহেবের যুগে লন্ডনে জামা'তের মিশনকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে একটি বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়। ১৯১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তাঁর সাথে মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) এখানে মুবাল্লিগ হিসেবে প্রচার কাজ করেন। ১৯১৯ সালে পুনরায় চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেব (রা.) এবং আব্দুর রহীম নাইয়্যার সাহেব (রা.)-কে ইংল্যান্ডে প্রেরণ করা হয় এবং তাঁরা এখানে জামা'তের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় নিরলস পরিশ্রম করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁদেরকে লন্ডনের একটি সম্ভ্রান্ত এলাকায় মসজিদ ও মিশন হাউস নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি জায়গা ক্রয় করতে বলেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে পাটনী এলাকায় ২২০০ পাউন্ডের অধিক মূল্যে একজন ইহুদীর কাছ থেকে প্রায় এক একরের মতো জমি ক্রয় করা হয়, পরবর্তীতে যেখানে মসজিদ ফযল নির্মিত হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন জমি ক্রয় করার সংবাদ পান তখন তিনি ডালহৌসিতে ছিলেন। সেখানেই তিনি এ মসজিদের নাম রাখেন **'মসজিদ ফযল'**। এরপর এ মসজিদ নির্মার্ণের জন্য চাঁদা প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। ১৯২৪ সালে এখানে ইংরেজদের পক্ষ থেকে একটি আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং জামা'তের পক্ষ থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে ইংল্যান্ডে আগমনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। হুযূর (রা.) দামেস্ক, মিশর এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করে ইংল্যান্ডে পৌঁছেন। তাঁর সাথে হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.) এবং মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)ও গিয়েছিলেন আর তাঁরা সবাই নিজ খরচে এ সফর করেছিলেন। অবশেষে ১৯২৪ সালের ২২শে আগষ্ট তিনি (রা.) লন্ডনে পৌঁছেন। তিনি সেখানে পৌছেই সেন্ট পল চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'লার নিকট ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করেন, এরপর শহরে প্রবেশ করেন। তাঁর সফরের সংবাদ এষানকার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, লন্ডনের ওয়েম্বলে আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে জামা'তের প্রতিনিধিকে বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে জানানো হলে তিনি ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা **'আহমদীয়াত ইয়ানী হাকিকী ইসলাম' (আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম)** নামে

প্রকাশিত হয়। জামা'তের সদস্যদের প্রস্তাব অনুসারে হুযূর (রা.) স্বয়ং উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন। আর তাঁর উপস্থিতিতে হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরউল্লাহ্ খান সাহেব (রা.) ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালা সমৃদ্ধ হুযূরের উক্ত প্রবন্ধটি এই সম্মেলনে পাঠ করে শোনান।

মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে সর্বপ্রথম ধাপ ছিল তহবিল সংগ্রহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডের পাউন্ডের দর পতন ঘটে। এ অবস্থায় হুযূর (রা.) প্রথমে ঋণ করে অর্থ পাঠানোর কথা বলেন। কিন্তু এরপর চাঁদা প্রদানের আহ্বান করেন। এভাবে ১৯২০ সালে প্রথমবার ত্রিশ হাজার রূপি এবং পরবর্তীতে এক লাখ রূপি সংগ্রহ করার তাহরীক করা হয়। জামা'তের সদস্যরা নিষ্ঠার সাথে পরিপূর্ণভাবে এ তাহরীকে লাব্বায়েক বলেন। এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সমর্থন ছিল, নতুবা তখনকার পরিস্থিতিতে জামা'তের জন্য এত বিশাল অংকের অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। কাদিয়ানের নরনারী নির্বিশেষে উন্মাদের ন্যায় এ খাতে চাঁদা প্রদান করে।

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় ১৯২৪ সালের ১৯শে অক্টোবর রবিবার এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সেই অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবীদ ও বহু সরকারি প্রতিনিধসহ সামজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকেও অতিথিরা এসেছিলেন। এ অনুষ্ঠানে হুযূর (রা.) এক ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নত থেকে প্রমাণিত যে, **যারা খোদা তা'লার ইবাদত করতে চায় এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইসলামের মসজিদের দরজা উন্মুক্ত। ইসলামের মসজিদ বিভিন্ন ধর্মের লোকদেরকে সমবেত করার এক কেন্দ্রবিন্দু। এ প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে আমরা এই মসজিদ নির্মাণ করেছি।** তিনি রা.) আরও বলেন, **পারস্পরিক বিবাদ দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন যেন পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয় আর আহমদীয়া জামা'ত এ প্রচেষ্টা ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখবে।** হুযূর (আই.) বলেন, **আজ শত বছর পরও জামা'তে আহমদীয়ার মাঝে এটিই পরিদৃষ্ট হচ্ছে।**

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দুই বছর পর এর উদ্বোধন করা হয়। আরবের যুবারাজ শাহ্ ফয়সাল এ অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল, কিন্তু মুসলমানদের চাপে বাদশাহ্ তাকে আসতে দেয় নি। শেখ আব্দুল কাদের এসেছিলেন। তিনি বলেন, **আমি আহমদী নই, কিন্তু যেহেতু আমরা ইসলামের সেবা করার মনোবাসনা রাখি তাই আমাদেরকে মতবিরোধের উর্ধ্বে উঠে পরস্পরকে সহযোগিতা করা উচিত**। আপনারা দেখে থাকবেন, হুযূর (রা.) মসজিদের সামনে একটি ফলক স্থাপন করেছিলেন যাতে লিপিবদ্ধ আছে, **আমি আহমদীয়া জামা'তের ইমাম মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী যার কেন্দ্র ভারতবর্ষের পাঞ্জাবের কাদিয়ানে অবস্থিত। খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আর ইংল্যান্ডে যেন খোদার যিক্‌র বা স্মরণ উচ্চকিত হয় এবং আমরা যে কল্যাণ লাভ করেছি এখানকার মানুষও যেন তা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয় সেই উদ্দেশ্যে আজ ২০শে রবিউল আওয়াল ১৩৪৩ হিজরী সনে এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছি আর খোদার কাছে দোয়া করছি, আহমদীয়া জামা'তের নারী ও পুরুষ সদস্যদের**

নিষ্ঠাপূর্ণ এ প্রচেষ্টাকে খোদা তা'লা গ্রহণ করুন এবং এই মসজিদ আবাদের উপকরণ সৃষ্টি করুন আর সবসময়ের জন্য এ মসজিদকে পুণ্য, তাকওয়া, ইনসাফ ও ভালোবাসার চেতনা প্রচারের কেন্দ্রে পরিনত করুন। এছাড়া এ জায়গাটি যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর প্রতিচ্ছবি ও প্রতিনিধি হযরত আহমদ তথা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আলোকিত জ্যোতিকে এ দেশ এবং অন্যান্য দেশে প্রচারের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক সূর্যের ন্যায় ক্রিয়া সাধন করে। হে খোদা! এমনটিই করো। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় উক্ত দোয়ার মাধ্যমে এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আমি সংক্ষেপে মসজিদে ফযলের ইতিহাস বর্ণনা করেছি। এ মসজিদ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্যে ছিল, পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রচার করা। শত বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান করা হচ্ছে, কিন্তু এটি কোনো পার্থিব অনুষ্ঠান নয়। এ মসজিদে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে যথাযথভাবে তাঁর ইবাদত করি এবং পরস্পরের প্রাপ্য অধিকার প্রদানেও সচেষ্ট হই। প্রত্যেক আহমদীর উচিত মানুষের কাছে শান্তি, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বার্তা পৌঁছানো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন, (আমীন)।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)